যায়যায়দিন
তারিখ ... 1·3 APR 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

২০০৮ সাল শেষ হওয়ার আগেই নির্বাচন

যায়যাদি রিপোর্ট

কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বলেছেন, আমরা প্রয়োজনের চেয়ে একদিনও বেশি ক্ষমতায় থাকবো না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ২০০৮ সাল শেষ হওয়ার আগেই জনগণের প্রত্যাশিত সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ভাষণটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন, পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এটাকে শক্তিশালীকরণের প্রক্রিয়া চলছে। নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ ও একটি কাঙ্ক্ষিত নির্বাচনী কাঠামো তৈরির লক্ষ্যে কমিশনও বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমের সূচনা করেছে।

তিনি আরো জানান, কমিশন এরই মধ্যে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর সংশোধনীর খসড়া প্রস্তুত করেছে এবং সেগুলো চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার অপেক্ষায় আছে। নির্বাচনে যাতে পুরোপুরি স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকে এবং এ প্রক্রিয়া যাতে কোনো মহল কর্তৃক কোনোভাবেই প্রভাবিত না হয় তা নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর বাধ্যতামূলক নিবন্ধন নির্বাচনী সংস্কারের একটি প্রধান অংশ। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা হচ্ছে। নিবন্ধনের সম্পূরক হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা এবং দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা সম্পর্কে দায়বদ্ধতা

জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ

১ রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে
• সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নিশ্চিত করা হবে
১ দুর্নীতিবাজ, ক্ষমতার অপব্যবহারকারীদের আইনের সম্মুখীন করা হবে
: দুর্নীতিবাজদের ব্যাপারে সরকার জিরো টলারেন্স দেখাবে

নিশ্চিত করা হবে। সৎ, নিষ্ঠাবান ও যোগ্য প্রার্থীরা যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে-আগ্রহী হন সে জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া হবে। নির্বাচনী আইন ও বিধিমালা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণেও নির্বাচন কমিশনকে সক্ষম করে তোলা হবে।

ড. আহমদ বলেন, দাগি আসামি, ঋণ খেলাপি, অবৈধ অর্থ উপার্জনকারী, সন্ত্রাসী এবং পেশি শক্তি ব্যবহারকারীরা যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে তা নিশ্চিত করা হবে। প্রার্থীদের আয়-ব্যয় ও সম্পদের হিসাব বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলক করা হবে। নির্বাচনে জাতীয় নেতাদের ছবি ব্যবহার, যে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক বা উস্কানিমূলক বক্তব্য অথবা বিদ্বেষমূলক ও জাতীয় স্বার্থহানিকর বা বিভেদমূলক প্রচারণা রুখতেও ব্যবস্থা নেয়া হবে। রাজনৈতিক দলগুলো যাতে দলীয় অঙ্গসংগঠন হিসেবে পেশাজীবী ও ছাত্র-শিক্ষক সংগঠনগুলোকে ব্যবহার করা থেকে নিবৃত্ত হয় তার জন্য প্রয়াস চালানো হবে।

তিনি আরো বলেন, শুধু আগামী নির্বাচন নয়, দীর্ঘ মেয়াদে সব নির্বাচন যাতে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয় এবং অর্থ ও পেশি শক্তিসহ সব ধরনের অনভিপ্রেত প্রভাবমুক্ত থাকে তার একটি টেকসই কাঠামো স্থাপন করতেও আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

দুর্নীতি বিষয়ে তিনি বলেন, এরই মধ্যে পুনর্গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি দুর্নীতিসহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধ দমনে জাতীয় সমন্বয় কমিটি এবং দেশব্যাপী টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্ক ফোর্স কমিশনকে সহায়তার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। জরুরি বিধিমালায় আনা হয়েছে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, যতো দ্রুত সম্ভব দুর্নীতিবাজ, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধীকে দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় বিচারের সম্মুখীন করতে হবে, যাতে এদের কালো থাবা থেকে মুক্তি পায়

প ১১ >> ক ১

২০০৮ সাল শেষ হওয়ার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সমাজ, দেশ ও দেশের মানুষ। এ ব্যাপারে সরকার জিরো টলারেন্স দেখাবে।

প্রধান উপদেষ্টা আরো বলেন, সরকারের সূচনালগ্নেই বিচার ও নির্বাহী বিভাগ পৃথককরণের আইনি প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রশাসনিক পদায়ন ও নিয়োগে রাজনৈতিক মতাদর্শ, দলীয় আনুগত্য বা প্রভাব যাতে কোনোভাবেই কার্যকর না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। সরকারি কর্ম কমিশনের কার্যক্রমও বিশদভাবে তলিয়ে দেখা হচ্ছে। পুনর্গঠনসহ সরকারি কর্ম কমিশনের আমূল সংস্কারও আমাদের বিবেচনাধীন আছে।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন, যেসব ভেদবুদ্ধিজনিত চিন্তাভাবনা এবং কার্যক্রম আমাদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর ধরে রাখতে চায় সেগুলো আমাদের পরিহার করতে হবে। পরিত্যাগ করতে হবে সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বা আদর্শিক জঙ্গিবাদ, অসহনশীলতা ও গোড়ামি।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসেই বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিটান্সের পরিমাণ চার বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে, যা সর্বকালের রেকর্ড। সামষ্টিক অর্থনীতি ও বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রয়েছে। শেয়ার বাজারে লেনদেন অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। বন্দরে কনটেইনার জট নিরসন, সেবার মান ও শ্রম ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কাট অফ টাইম এবং সমন্বিত টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা চালু হয়েছে। নিউ মুরিং কনটেইনার টার্মিনালকে আংশিক অপারেশনে আনা হয়েছে এবং সপ্তাহের সাতদিনই বন্দর চালু রাখা হচ্ছে।

পরিবহনসহ বিভিন্ন খাতে ব্যবসায়ীরা এখন অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ ও চাঁদাবাজি থেকে মুক্ত। তারপরও আমি ব্যবসায়ী সমাজকে আশ্বস্ত করতে চাই, জরুরি অবস্থার কারণে কিংবা দুর্নীতি ও ভেজাল বিরোধী অভিযানে নির্দোষ কোনো ব্যবসায়ীকে যাতে অযথা হয়রানি করা না হয় সে ব্যাপারে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।